ইসলামের দৃষ্টিতে
তাকলীদ ও মাযহাব

ইসলামের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্
সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট প্রকাশন
আলোকধারা বুক্স-এর পক্ষে

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক-ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

গ্রন্থকার
ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

প্রথম প্রকাশ:
২৬ আশ্বিন ১৪২৩, ১১ অক্টোবর ২০১৬

প্রচ্ছদ: ইমেজ সেটিং

মুদ্রণ: দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরিফ
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড
বিবিরহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম - ৪২১১

মূল্য: ৩০ টাকা মাত্র।

Islamer Drishtite Taqleed O Majhab; Published by Syed Mohammed Hasan on behalf of Alokdhara Books, an organ of Shahanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari (KA) Trust, Gausia Huq Manzil, Maizbhandar Sharif, P.o.- Bhandar Sharif, Fatikchari, Chittagong-4352.
Price: Tk. 30.00, US$ 1.00.

সূচী

মুখবন্ধ	৪
ইসলামের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব	৫
তাকলীদ নামকরণের কারণ	৬
কুরআন মাজীদের আলোকে তাকলীদ	১০
হাদীসের আলোকে তাকলীদ	১৬
সাহাবীগণের যুগে ব্যক্তি তাকলীদ	২৩
চার মাযহাবের তাকলীদ	২৯
তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী	৩৬

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

মুখবন্ধ

"ইসলামের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব" বর্তমান ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। সাম্প্রতিককালে মাযহাব নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলছে, মাযহাব আবার কী? আবার কেউবা বলছে, কুরআন মাজীদ ও মহানবী (দ.)'র সুন্নাহ্ইতো যথেষ্ট; মাযহাব অনুসরণ করার প্রয়োজন কী? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পবিত্র কুরআন মাজীদ, প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'য়ীন ও তাবে' তাবি'য়ীনগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সর্বজন স্বীকৃত এবং কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তি ও মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের মাধ্যমে লব্ধ মতামত ও ব্যাখ্যার আলোকে বিজ্ঞ লেখক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ আলোচ্য গ্রন্থে প্রদান করার চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত সুনিপুণ ও যুক্তিসঙ্গতভাবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মুসলিম বিশ্বে যে সকল মাযহাব প্রচলিত আছে সেগুলোর মধ্যে হানাফী, শাফি'য়ী, মালেকী ও হাম্বলী এ চারটি মাযহাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুগ যুগ ধরে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ওলামায়ে কেরাম এ চারটি মাযহাবের অনুসরণ করে আসছেন। কিন্তু ইদানীং কতিপয় লামাযহাবী অর্বাচীন মুবাল্লিগগণ মাযহাব অনুসরণ করাকে বিদ'আত আখ্যা দিচ্ছেন, ব্যক্তি তাকলীদকে (শাখসী তাকলীদ) শিরকের অন্তর্ভুক্ত বলে অপ-প্রচার চালাচ্ছেন। লেখক কুরআন-হাদীস, স্বীকৃত ইজমা-কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে নির্ভরযোগ্য দলিল দিয়ে এ সকল লামাযহাবী অর্বাচীন মুবাল্লিগগণের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন ও খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। লেখকের এ শ্রমসাধ্য ও কষ্টসাধ্য প্রয়াস ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে। গ্রন্থটি পাঠে মাযহাবের সমর্থক ও মাযহাব বিরোধী উভয় পক্ষই উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি লেখককে এ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি বইটির বহুল প্রচার ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। মহান রাব্বুল ইজ্জত লেখকের এ মহান দ্বীনি খেদমতকে কবুল করুন। আমিন! বেহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন।

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী
প্রফেসর ও সাবেক সভাপতি
অর্থনীতি বিভাগ, চ.বি
এবং
সভাপতি, গবেষণা ও প্রকাশনা কমিটি
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট

তাং চট্টগ্রাম
২৩শে আগস্ট, ২০১৬ ইং

ইসলামের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব

প্রতিপাদ্যসার: ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস দুটি- কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকলের পক্ষে এ দুটি উৎস থেকে শরী'আতের বিধি-বিধান উদ্ভাবন করে আমল করা অসম্ভব। এ কারণে যারা মুজতাহিদ আলিম নন তারা মুজতাহিদ আলমগণের অনুসরণ করেন; এটাই স্বাভাবিক। এ ধারা সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে। আর এ ধারাবাহিকতায় চার মাযহাবের সৃষ্টি হয়। তাবি'য়ীন ও তাবে' তাবি'য়ীদের যুগেই হানাফী, শাফি'য়ী এবং মালেকী মাযহাব সৃষ্টি হয় এবং এর কাছাকাছি সময়ে হাম্বলী মাহযাবও সৃষ্টি হয়। যুগ যুগ ধরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী 'উলামায়ে কিরাম এ চার মাযহাবের অনুসরণ করে আসছেন। কিন্তু বর্তমানে কতিপয় লামাযহাবী অর্বাচীন মুবাল্লিগ এসব মাযহাব অনুসরণ করাকে বিদ'আত এবং কখনও কখনও ব্যক্তি তাকলীদকে শিরকের আওতাভুক্ত বলে অপপ্রচার করছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মাযহাব অনুসরণ করা শারী'আতের দৃষ্টিতে বিদ'আত কিনা এবং ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ তথা 'শাখসী তাকলীদ' শরী'আত সম্মত কিনা? কুরআন হাদীসের আলোকে বিষয়টি খোলাসা করা সময়ের দাবি। এ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো।]

ভূমিকা: ইসলামী শরী'আতের উৎস কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ দু'টিই আরবী। এ জন্য আরবী ভাষার নিয়ম কানুন বিশুদ্ধরূপে জানা না থাকলে এবং নাসেখ-মানসুখের জ্ঞান না থাকলে, এছাড়া হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা জানা না থাকলে সরাসরি কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে জেনে নিয়ে আমল করা সকলের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন- "যদি তোমরা না জানো, তবে যারা জানে তাদের কাছ থেকে জেনে নাও।"(সূরা নাহল-৪৩) সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরবী ভাষাভাষি হওয়ার পরও কুরআন মাজীদের হুকুম আহকাম রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে জেনে নিতেন। পরবর্তীকালে সাহাবগণের মধ্যে যারা মুজতাহিদ আলিম ছিলেন তাঁদের কাছে অন্যান্য সাহাবী জেনে নিয়ে আমল করতেন। ইয়েমেনে যাওয়ার সময় হযরত মু'আয (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলেছেন, যদি আমি কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে কোন সমস্যার সমাধান না পাই তবে ইজতিহাদ করবো। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশি হন। আমরা দেখতে পাই যে, এভাবে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে ইজতিহাদ করা শুরু হয়েছে। যারা ইজতিহাদ করেন তারা হলেন মুজতাহিদ। আর পরিভাষায় শরী'আতের বিধি-বিধান পালনে মুজতাহিদের অনুসরণ করাকে বলা হয় 'তাকলীদ'। মানুষের স্তরভেদে তাকলীদ করা কখনও

কখনও অপরিহার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে তাকলীদের পরিচয়, প্রকারভেদ, পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে তাকলীদ এবং প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের যে কোন একটি অনুসরণ করার অপরিহার্যতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তাকলীদ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়

'তাকলীদ' শব্দটি কিলদুন মূল ধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ-

هو وضع الشيئ في العنق مع الإحاطة به يسمى ذلك قلادة "কোন বস্তুকে গলায় চতুর্দিকে পেঁচিয়ে রাখা যাকে কিলাদাহ (হার) বলা হয়।"[১] এ 'কিলাদাহ' শব্দ থেকে 'তাকলীদ' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে।

তাকলীদ নামকরণের কারণ

ক. 'আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন, انه مأخوذ من القلادة في العنق فكان المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده "গলার হার অর্থে ব্যবহৃত কিলাদাহ থেকে তাকলীদ শব্দটি গৃহীত। অতএব মুকাল্লিদ শরী'আতের যে হুকুমে মুজতাহিদের অনুকরণ করেন সেটিকে যেন তার গলার হার হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"[২]

খ. ইব্ন মানযূর (রহ.) বলেন-ومن معاني التقليد اللزوم ومنه التقليد في الدين "তাকলীদের একটি অর্থ হলো, প্রয়োজনীয়তা, আবশ্যকতা। এ থেকেই ধর্মীয় বিষয়ে তাকলীদ শব্দটি গৃহীত হয়েছে।"[৩]

গ. ইব্ন কুদামা আল হাম্বালী (রহ.) বলেন- يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة كأنه رب الأمر بعنقه "কোন ইমামের অনুসরণকে 'তাকলীদ' বলার কারণ হলো, মুকাল্লিদ কোন ইমামের অলংকার সদৃশ মতকে তার গলায় পরিধান করে তথা অনুসরণ করে।"[৪]

---

[১]- ড. হামিদ সাদিক, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলুমিল ইসলামিয়াহ, করাচী, পাকিস্তান, পৃ. ১৪১

[২] - আশ শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, দারুল কিতাবিল 'আরাবী, বৈরুত, ১৯৯৯ইং, ২খ. পৃ.২৩৯

[৩] - ইবন মানযূর, লিসানুল 'আরব, ১ম সং, দারু সাদির, বৈরুত, ৩খ. পৃ.৩৬৫

[৪] - ইবন কুদামা, রাওযাতুন নাযির ওয়া জান্নাতুল মুনাযির, জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ সা'উদ, রিয়াদ ১৩৯৯হি. ১খ. পৃ.৩৮২

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

শরী'আতের পরিভাষায় তাকলীদ

১. هو الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله "দলীল না জেনে দীনের ব্যাপারে অন্যের কথা গ্রহণ করা।"[৫]

২. মুফতী 'আমীমুল ইহ্সান (রহ.) বলেন- التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره معتقدا للحقية فيه من غير نظر في الدليل

"দলীলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে সত্য জেনে অনুসরণ করার নাম তাকলীদ।"[৬]

৩.'আব্দুর রাউফ মুনাভী (রহ.) বলেন- التقليد اتباع الإنسان غيره فيما يقوله أو يفعله معتقدا حقيته من غير نظر و تأمل في الدليل "দলীলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির (মুজতাহিদ) কথা বা কর্মের প্রতি আস্থা রেখে তাকে অনুসরণ করার নাম তাকলীদ।"[৭]

৪. তাজুদ্দীন আস-সুবকী (রহ.)বলেন- التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله "দলীল সম্পর্কে অবহিত না হয়ে অন্যের (মুজতাহিদ) মতকে গ্রহণ করা হলো তাকলীদ।"[৮]

৫.'আব্দুল গণী নাবলুসী (রহ.)বলেন- التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله "দলীল সম্পর্কে অবহিত না হয়ে অন্যের (মুজতাহিদ) মতকে গ্রহণ করাকে তাকলীদ বলে ।"[৯]

৬. আল ফাতুহী ইব্ন নাজ্জার আল হাম্বলী (রহ.) বলেন- هو أخذ مذهب الغير بلامعرفة دليله "অন্যের মাযহাবকে গ্রহণ করা।"[১০]

[৫]- আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়াহ আল কুয়াইতিয়াহ, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়াহ, দাবুল সালাসিল, কুয়েত, ২য় সংস্করণ, ১৪২৭হি. খ. ১৩, পৃ.১৫৫

[৬]- 'আমীমূল ইহসান, কাওয়া'ইদুল ফিকহ, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত, তাবি, পৃ.২৩৪

[৭]- মুনাভী, আত তা'য়ারীফ, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১০হি. পৃ.১৯৯

[৮]- মাহাল্লী, জালালুদ্দীন, শরহু জাম'উল জাওয়ামি', মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪২৬হি. খ. ২, পৃ.২৬

[৯]- 'আব্দুল গণী আন নাবলুসী, খুলাসাতুত তাহকীক, দাবুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, তেহরান, তাবি, পৃ.৪

[১০] - ইবনুন নাজ্জার, তাকী উদ্দিন, শারহুল কাওকাবিল মুনীর, মাকতাবাতুল 'আবিকান, ১ম সং, ১৪১৮হি. খ.৪, পৃ.৫২৯

উপরিউক্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে যে, সবগুলো সংজ্ঞার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অভিন্ন। তা হলো, মুজতাহিদের কথা দলীল না জেনে বা দলীলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে গ্রহণ করার নাম তাকলীদ।

তাজুদ্দীন আস-সুবকীর (রহ.) মতে, মুকাল্লিদ কোন মাসআলার দলীল জানলে সে ক্ষেত্রে সে সাধারণ মুকাল্লিদ হিসেবে বিবেচিত হবে না; বরং মুজতাহিদ হিসেবে বিবেচিত হবে আর তার এ ইজতিহাদটি তার ইমামের ইজতিহাদের অনুরূপ হয়েছে বলে ধরা হবে।[১১] কিন্তু অধিকাংশ উসূলবিদ ও ফকীহগণের মতে শুধু দলীল জানার কারণে কোন মুকাল্লিদ তাকলীদ করা থেকে বের হয়ে যাবে না; বরং মুকাল্লিদই থাকবে।

তাকলীদের প্রকার:

'উলামায়ে কেরাম ও উসূলবিদগণ তাকলীদের প্রকার বর্ণনায় বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন-

ইমাম নাসাফী (রহ.) বলেন, তাকলীদ তিন প্রকার। (১) সাহিবে ওয়াহীর তাকলীদ করা (২) কোন আলিমের তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ আলিমের তাকলীদ করা (৩) সাধারণ মানুষের তাকলীদ করা।[১২]

আল্লামা যারকাশী (রহ.)তাকলীদকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন:(১) যার তাকলীদ করা হবে তার ভুল না হওয়ার শর্তে তাকলীদ করা, (২) ভুল ও শুদ্ধ দু'টির সম্ভাবনা মেনে নিয়ে তাকলীদ করা।[১৩]

নবী রাসূলগণের কথার মধ্যে কোন ভুল নেই। তাঁদের অনুসরণকে তাকলীদ বলা হয় কিনা তা আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে নবী-রাসূলের আনুগত্য করা সকলের উপর অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন, "রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর আয়াত ৭)

সাহাবী, তাবি'ঈ ও মুজতাহিদগণের অনুসরণ করা কার উপর ওয়াজিব এ সম্পর্কে মতভেদ আছে।

[১১]- মাহাল্লী, জালালুদ্দীন, শরহু জাম'উল জাওয়ামি', মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪২৬হি., খ. ২, পৃ.২৬

[১২]- নাসফী, কাশফুল আসরার, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া বৈরুত, তাবি খ.২, পৃ.১৭৩

[১৩]-যারকাশী, বাদরুদ্দীন, আল-বাহরুল মুহীত ফি উসূলিল ফিকহ, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, বৈরুত ২০০০ইং, খ.৪, পৃ. ৫৯৮

তাকলীদুস সাহাবী (সাহাবীর অনুসরণ)

যে মাসয়ালায় সাহাবীগণের ঐকমত্য হয়েছে সেটির তাকলীদ করা ওয়াজিব। আর যে মাসয়ালায় তাঁদের ঐকমত্য নেই তবে কোন একজন সাহাবীর কথা রয়েছে এক্ষেত্রে সাহাবীর কথাকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) বলেন, কিয়াস এরূপ; কিন্তু আমি একজন সাহাবীর কাওলের উপর কিয়াস পরিহার করলাম।[১৪]

তবে সাহাবীগণের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সাধারণ মানুষ যার ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই সে কোন একজন সাহাবীর কাওলের কথার তাকলীদ করবে কিনা এ সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। জমহুর 'উলামার মতে, সে একজন সাহাবীর কাওলের তাকলীদ করতে পারবে না। ইমাম যারকাশী এর কয়েকটি কারণও বর্ণনা করেছেন- (ক) সাহাবী তাঁর কাওল থেকে প্রত্যাবর্তন করার সম্ভাবনা থাকা। (খ) সাহাবীর কাওলের বিপরীতে অন্য কোন কাওলের উপর ইজমা' সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা ইত্যাদি।[১৫]

তাবি'ঈগণের তাকলীদ বা অনুসরণ

তাবি'ঈগণের তাকলীদ বা অনুসরণের ব্যাপারে হানাফী বিশেষজ্ঞ আলেমগণের দুইটি অভিমত পাওয়া যায়, (১) তাবে'ঈগণের তাকলীদ ওয়াজিব না হওয়া। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে- هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد "তারাও ছিলেন মানুষ, ইজতিহাদ করেছে। আমরাও মানুষ, ইজতিহাদ করি।" সুতরাং তাদের অনুসরণ আমাদের উপর ওয়াজিব নয়। (২) যেসব তাবি'ঈর ফতাওয়া সাহাবীগণের যুগে প্রসিদ্ধ হয়েছে তাদের তাকলীদ করা ওয়াজিব। যেমন, কাযী শুরায়হ (রহ.) হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে হযরত হাসান (রা.) এর সাক্ষ্য গ্রহণ না করা। অধিকন্তু, হযরত আলী (রা.) নিজের অভিমত পরিহার করে কাযী শুরায়হ- এর এ ফতোয়া গ্রহণ করেছেন।[১৬]

মুজতাহিদের তাকলীদ বা অনুসরণ

যে সমস্ত মুজতাহিদের অভিমত গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের উসূলও সংরক্ষিত হয়েছে এমন মুজতাহিদের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াজিব। সাধারণ

[১৪]- আস সারখসী, উসূলুস সারখসী,দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৯৩ইং খ.২, পৃ. ১৫৩
[১৫]-যারকাশী, আল বাহরুল মুহীত, খ.৬ পৃ.২৮৯
[১৬]- আস সারখসী, উসূলুস সারখসী, খ.২, পৃ. ১০৮

মানুষের এ তাকলীদ দুই প্রকার। (১) মুতলাক তাকলীদ (বাধাহীন, পুরোপুরি অনুসরণ) (২) শাখসি তাকলীদ (নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ)।

১. মুতলাক তাকলীদের পরিচয়: নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ না করে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জনের মতামত অনুসরণ করাকে মুতলাক তাকলীদ বলা হয়।

২. তাকলীদ-এ শাখসীর পরিচয়: শরী'আতের সামগ্রিক বিষয়ে একজন ইমামের অনুসরণ করাকে তাকলীদ-এ শাখসী বলা হয়।

অবশ্য উভয় তাকলীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ব্যক্তি দীনি ইলমের অভাব বা অযোগ্যতার কারণে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী মুজতাহিদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের আলোকে কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করার নাম তাকলীদ যার বৈধতা ও অপরিহার্যতা কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

কুরআন মাজীদের আলোকে তাকলীদ

তাকলীদের সমর্থনে কুরআন মাজীদে অসংখ্য আয়াত পাওয়া যায়। কয়েকটি আয়াত নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের সামান্য ব্যাখ্যাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

এক. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে উলিল আমর।" (সূরা নিসা -৪৯)

প্রায় সকল তাফসীরকারকের মতে আলোচ্য আয়াতের 'উলিল আমর' শব্দটি দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের অধিকারী ফকীহ ও মুজতাহিদগণকেই বুঝানো হয়েছে। এ মতের পক্ষে রয়েছেন হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.), হযরত জাবির ইবন (রা.) 'আব্দুল্লাহ, হযরত মুজাহিদ, হযরত 'আতা ইবন আবী রাবাহ, হযরত হাসান বসরী, হযরত আবুল 'আলিয়া (রা.) প্রমুখ।[১৭]

কতিপয় আলেমের মতে 'উলিল আমর' বলতে মুসলিম শাসকবর্গকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম রাযী ফখরুদ্দিন রাযি (রহ.) প্রথম তাফসীরটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবার ব্যাপারে বলেন- المراد من اولي الأمر العلماء في أصح الأقوال لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلماء و لاينعكس "অধিকতর বিশুদ্ধ মতে 'উলিল আমর' দ্বারা বিশেষজ্ঞ আলেমগণকে বুঝানো হয়েছে। কারণ 'উলামায়ে কিরামের (মুজতাহিদ) আনুগত্য করা শাসকগণের

[১৭]- ইব্‌ন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আ'যীম, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪হি. খ.১, পৃ.৬৪১

জন্যও অপরিহার্য, এর বিপরীত নয় (অর্থাৎ শাসকগণের প্রতি ধর্মীয় বিষয়ে 'উলামায়ে কিরামের আনুগত্য অপরিহার্য নয়)।"[১৮]

আবূ বকর আল জাসসাস (রহ.) বলেন- إنهم اولوا الفقه و العلم 'নিশ্চয়ই তাঁরা (উলিল আমর) হলেন আলেম ও ফকীহ।'[১৯]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাথে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে ফুকাহা ও মুজতাহিদগণের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের এ অনুসরণই হলো তাকলীদ।

দুই. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ- "তোমরা যদি না জানো তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।"(সূরা-নাহল, আয়াত ৪৩) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন- فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه و يحتاج إليه أن تقصد أعلم من في زمانه و بلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "শরী'আতের প্রয়োজনীয় অজানা বিধি-বিধান যে ব্যক্তি অযোগ্যতার কারণে কুরআন-সুন্নাহ থেকে জেনে নিতে অক্ষম তার ওপর ফরজ তার শহরের সমসাময়িক অধিকতর জ্ঞানী আলেমের নিকট গিয়ে এ সম্পর্কে জানা এবং তার ফতাওয়া অনুযায়ী আমল করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন- "যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।[২০]

জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) বলেন- استدل به على جواز التقليد في الفروع للعامي "সাধারণ ব্যক্তির জন্য আনুষাঙ্গিক মাসয়ালার ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ হওয়া সম্পর্কে এ আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।"[২১] কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যায় আলেমদের মতামতের অনুসরণের নামই তাকলীদ ।

'আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন- واستدل بها ايضا على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم "শরী'আতের অজানা বিষয়ে 'আলেমদের সিদ্ধান্ত মেনে চলার অপরিহার্যতা হওয়া সম্পর্কে এ আয়াতকেও দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।"[২২]

---

[১৮]- রাযী, মাফাতীহুল গায়ব,দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হি. ১ম সংস্করণ, খ.২, পৃ.১৬৫
[১৯]- আল জাস্সাস, আহকামূল কুরআন, দারু ইহয়াইত তুরাসিল 'আরবী, বৈরুত, ১৪০৫হি. খ.৩, পৃ.১৭৭
[২০] - কুরতুবী, আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, দারু 'আলামিল কুতুব, রিয়াদ ১৪৩২হি, খ.২ পৃ.২১২
[২১]- সুয়ূতী, আল-ইকলীল ফি ইসতিম্বাতিত তানযীল, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০১হি. পৃ.১৬৩
[২২]- আলুসী, রূহুল মা'য়ানী, দারু ইহয়াইত তুরাসিল 'আরবী, বৈরুত, খ.১৪, পৃ. ১৪৮

খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেন- أما من يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله قال الله تعالى فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون "শরী'আতের বিধি-বিধান জানে না এমন সাধারণ লোকের জন্য কোন বিজ্ঞ আলেমের তাকলীদ (অনুসরণ) করা এবং তাঁর কথামত আমল করা বৈধ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা না জানলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো"।[২৩]

উপর্যুক্ত আয়াত এবং এর ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়ে 'আলেমের অনুসরণ করা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনমাত্র আর এ অনুসরণকেই তাকলীদ বলা হয়।

তিন. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"তাদের (সাধরণ মুসলমান) কাছে শান্তি ও শংকা সংক্রান্ত কোন সংবাদ আসলে তারা তা প্রচারে লেগে যায়, অথচ যদি তারা রাসূল এবং কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি পেশ করতো, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা এর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।' (সূরা নিসা ৮৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন- إن العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث "উদ্ভূত বিষয়ে সাধারণ লোকের পক্ষে 'আলিমগণের তাকলীদ করা অপরিহার্য।"[২৪]

আবূ বকর আল জাসসাস (রহ.) বলেন- 'হযরত হাসান বসরী, হযরত কাতাদা এবং হযরত ইবনু আবী লায়লা (রহ.) এর মতে আয়াতে উলিল আমর দ্বারা 'আলেমগণ ও ফকীহগণকে বুঝানো হয়েছে।[২৫]

'আলেমদেরকে 'উলিল আমর' বলার যথার্থতা সম্পর্কে ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন- إن العلماء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه وكان يجب على غيرهم قبول قولهم لم يبعد أن يسموا اولي الأمر من هذا الوجه 'আলেমগণ আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে

---

[২৩]- খতীব বাগদাদী, আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, দারু ইবনিল জাওযী, সৌদি আরব. ১৪১৭ হিজরী, খ. ১১ পৃ.৪১৬
[২৪]- রাযী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ.১৫৯
[২৫]- আল জাস্সাস, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.১৮২

অবহিত বিধায় তাদের অভিমত গ্রহণ করা অন্যদের জন্য অপরিহার্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে 'উলিল আমর বলা যথার্থ।[২৬]

সুতরাং আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কোনো জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে সর্বসাধারণের কর্তব্য হলো, প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিগণের শরণাপন্ন হওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাদের মত ও পথ মেনে নেয়া। ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় একে তাকলীদ বলা হয়।

চার. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ "তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা তাওবা, আয়ত ১২২)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন, যারা ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করে স্বজাতির নিকট এসে জ্ঞান বিতরণ করবে। তারা সর্বসাধারণকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধাবলী জানাবে আর সাধারণ লোক তাদের কথা মেনে চলবে। শরী'আতের পরিভাষায় এ অনুসরণ ও মেনে চলার নামই তাকলীদ। এ আয়াত থেকে আরো স্পষ্ট হয় যে, একদল লোক গভীর জ্ঞানার্জনে নিমগ্ন হবেন আর বাকিরা জ্ঞানীদের কথা মেনে চলবে। শরী'আতের পরিভাষায় একেই তাকলীদ বলা হয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু বকর আল জাসসাস (রহ.) বলেন- আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'আলেমগণকে সতর্ক করা এবং সর্বসাধারণকে তাদের সতর্কবাণী মেনে চলা অপরিহার্য করেছেন।[২৭]

পাঁচ. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ "যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ ডাকবো।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী, ইসমা'ঈল হাক্বী, মুহাম্মদ সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহ.) প্রমুখ বলেন- بمن كانوا يأتمون به في الدنيا يا حنفي يا شافعي يا معتزلي يا قدري ونحوه فيتبعون في خير أو شر أو على حق أو باطل بمذاهبهم فيدعون "কিয়ামত দিবসে

[২৬]- রাযী, প্রাগুক্ত, খ.১০ম, পৃ.১৫৯
[২৭]- জাস্‌সাস, প্রাগুক্ত, খ.৩য়, পৃ.১৮২

প্রত্যেক দলকে দুনিয়ায় অনুসৃত ইমামের মাযহাব অনুসারে ডাকা হবে। যেমন বলা হবে, হে হানাফী, হে শাফি'য়ী, হে মু'তাযেলী, হে কাদরী ইত্যাদি। চাই তারা ইমামকে অনুসরণ করুক ভাল বা মন্দ কাজে, ন্যায় বা অন্যায় কাজে।'[২৮]

আলোচ্য আয়াত এবং এর ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেলো যে, প্রত্যেক দলকে তাদের ইমামের মাযহাব অনুসারে আহ্বান করা হবে। এ আয়াতে ইমামের অনুসরণের কথা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে এবং নির্ধারিত মাযহাবের তাকলীদ করাও প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম ও মাযহাবের অনুসরণের নামই তাকলীদ।

ছয়. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান করো যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে করো মুত্তাকীদের জন্য অগ্রনেতা। (সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৪)

এ আয়াতের মধ্যে وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا আয়াতাংশটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে, হে আল্লাহ, আমাদেরকে দীনি কাজে এমন যোগ্যতা দান করুন যাতে মুত্তাক্বীগণ আমাদেরকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে তথা অনুসরণ করে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) বলেন- اجعلنا ائمة هدى 'আমাদেরকে হিদায়তের ইমাম করুন।'[২৯]

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন- فنقتدى بالمتقين ويقتدى بنا المتقون 'আমরা মুত্তাকীদের অনুসরণ করব আর মুত্তাকীগণ আমাদেরকে অনুসরণ করবে।'[৩০]

'আল্লামা বাগভী (রহ.) বলেন- ائمة يقتدون في الخير بنا 'আমাদেরকে এমন ইমাম করে দিন যাতে মুত্তাকীগণ সৎকাজে অনুসরণ করে।'[৩১]

[২৮]- কুরতুবী, আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, (তাফসীরে কুরতুবী), দারুল কুতুবিল মিছারিয়্যাহ, কায়রো, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হিজরী, খ.১০, পৃ.২৯৭, 'আল্লামা ইসমাঈল হক্বী, রুহুল বয়ান, দারুল ফিকর, বৈরুত, খ.৫, পৃ.১৮৭, 'আল্লামা আবু তৈয়্যব মুহাম্মদ সিদ্দিক হাসান খান, ফতহুল বয়ান ফি মাকাসিদিল কুরআন, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ লিত্-তাবায়াহ্ ওয়ান নাশর, সয়দা, বৈরুত, ১৪১২ হিজরী, খ. ৭, পৃ.৪২।
[২৯]- 'আলাউদ্দিন আল খাযিন, লুবাবুত্ তাবীল (তাফসীরে খাযেন), দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি. খ.৩, পৃ.৩২০।
[৩০]- বাগভী, মা'আলিমুত তানযীল (তাফসীরে বাগভী), দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল 'আরবি, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরী, খ. ৩, পৃ.৪৬০
[৩১]- বাগভী, প্রাগুক্ত।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, কাউকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাঁকে সৎ কাজে অনুসরণ করা বৈধ আর এ অনুসরণের নামই তাকলীদ।

সাত. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ " যারা আমার অভিমুখী হয়েছে তাদের পথ অনুসরণ কর।" (সূরা লোকমান, আয়াত ১৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী (রহ.) বলেন- هذا سبيل الأنبياء و الصالحين "এটি নবীগণ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের পথ।"[৩২]

উপরিউক্ত আয়াতে মহান রাব্বুল 'আলামীন নবীর এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের মাযহাব বা পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মুজতাহিদগণ বিশেষত চার মাযহাবের ইমামগণ নিঃসন্দেহে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ও আল্লাহর ওলী ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফি'য়ী ইমাম মালেক ছিলেন উত্তম তিন যুগের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন তাবি'য়ী আর ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম মালিক ছিলেন তবে' তাবি'য়ীন। এ ছাড়াও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলও অতি উঁচু স্তরের সাধক ছিলেন। তাঁদেরকে শরী'আতের বিষয়ে অনুসরণের নামই তাকলীদ।

আট. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার অর্পন করেন না।"(সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৬)

এ আয়াতাংশ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দার উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপান না। তাই কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করে মাসআলা-মাসাইল উদ্ভাবন করার দায়িত্বও সাধারণ মানুষের ওপর অর্পন করা হয়নি। কারণ কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করে মাসআলা-মাসাইল উদ্ভাবন করা সাধারণ ব্যক্তি এমনকি সাধারণ দক্ষ'আলেমের পক্ষেও সম্ভব নয়। এ কারণে তাদেরকে কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করতে হয়। অন্যথায় এ কথা আবশ্যক হয়ে যাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাধ্যাতীত কাজের ভার অর্পণ করেছেন। অথচ এ বিশ্বাস আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদার পরিপন্থী।'আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " তিনি (আল্লাহ) দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।'(সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ " আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না।" (সূরা মায়িদা, আয়াত ৫)

৩২- কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ.৬৬।

সুতরাং মহান আল্লাহ তা'য়ালা সাধারণ লোকের ওপর ইজতিহাদের মত কঠিন ও দুঃসাধ্য দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে কাঠিন্যে ফেলতে চান না; বরং এ দায়িত্ব মুজতাদিগণের উপর অর্পন করেছেন। আর সাধারণ লোকের জন্য তাদের অনুসরণ বা তাকলীদ করা অপরিহার্য করেছেন।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কোন ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করে মাসআলা মাসাইল উদ্ভাবন করতে সক্ষম নয়, বরং শুধু যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ইজতিহাদ করবে আর অন্যরা তাদের অনুসরণ তথা তাকলীদ করবে। সুতরাং সাধারণ লোকের ওপর ইজতিহাদি মাসআলায় মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা অপরিহার্য।

হাদীসের আলোকে তাকলীদ

তাকলীদের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামার অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হাদীস নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের কিঞ্চিত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হলো।

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

قال الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال لله و لكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين و عامتهم

"নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দীন হচ্ছে শুভকামনা। আমরা (সাহাবায়ে কিরাম) বললাম, কার জন্য শুভকামনা? তিনি বলেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমামদের জন্য আর সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য।[৩৩]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নভভী (রহ.) বলেন-

وقد يتناول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين وإن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام و إحسان الظن بهم "এ হাদীস সেসকল ইমামকে অন্তর্ভুক্ত করে, যারা শরী'আতের আলেম আর তাঁদের শুভকামনা হচ্ছে তাঁদের থেকে বর্ণিত বিষয় গ্রহণ করা, শরী'আতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের তাকলীদ করা এবং তাঁদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা।"[৩৪]

৩৩- মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল ঈমান, বাব ২২, হাদীস নং ১৯৬/৯৫; তিরমিযী, আস-সুনান, বিরর, বাব ১০৭ নং১৯২৬

নভভী, আল-মিনহাজ শরহু সহীহ মুসলিম, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল 'আরবি, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হিজরী, খ.২য়, পৃ.৩৯।-[৩৪]

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

ইবন হাজর 'আসকালানী (রহ.) বলেন-

ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد و تقع النصيحة لهم بث علومهم و نشر مناقبهم و تحسين الظن بهم "মুসলিমদের ইমাম হচ্ছেন মুজতাহিদগণ আর তাঁদের জন্য শুভাকামনা হলো তাঁদের 'ইলম তথা ইজতিহাদি মাসআলা প্রচার-প্রসার করা, তাদের মর্যাদা তুলে ধরা এবং তাদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা।"[৩৫]

কাস্তালানী (রহ.) বলেন- وأما أئمة الاجتهاد فبث علومهم و نشر مناقبهم و تحسين الظن بهم "মুজাতাহিদগণের শুভকামনা হলো- তাদের জ্ঞানলব্ধ মাসয়ালা প্রচার করা, তাদের মর্যাদা তুলে ধরা এবং তাদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা।"

হাদীসের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নভভী, ইবন্ হাজার আসকালানী এবং কাস্তালানী (রহ.)'র উপরিউক্ত ব্যাখ্যা থেকে মুজতাহিদগণের তাকলীদ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে।

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন- ائتموا بي و ليأتم بكم من بعدكم "তোমরা (সাহাবায়ে কিরাম) আমাকে অনুসরণ করো। আর তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের অনুসরণ করবে।"[৩৬]

ইব্ন হাজর 'আসকালানী এবং 'উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- معناه تعلموا مني أحكام الشريعة و ليتعلم منكم التابعون بعدكم و كذلك اتباعهم إلى انقراض الدنيا " হাদীসের অর্থ হলো- তোমরা আমার (রাসূল) কাছ থেকে শরী'আতের বিধি-বিধান শিখে রাখো। কেননা, পরবর্তীরা তোমাদের থেকে এবং আরো পরবর্তীরা তাদের কাছ থেকে শিখবে আর এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।[৩৭]

উপরিউক্ত হাদীস শরীফ এবং এর ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, সাহাবীগণ অনুসরণ করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে, তাবি'ঈগণ সাহাবীগণকে এবং তবে' তাবে'ঈগণ তাবি'ঈগণকে অনুসরণ করেছেন। এভাবে জ্ঞানী তথা মুজতাহিদগণের অনুসরণের নাম তাকলীদ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

---

[৩৫]- 'আসকালানী, ইবনে হাজর ফতহুল বারী, দারুল মা'রিফাহ্, বৈরুত, খ.১, পৃ. ১৩৮ (প্রকাশ-১৩৭৯হি.)

[৩৬]- বুখারী, আযান, বাব ৬৮, তরজমাতুল বাব; মুসলিম, সালাত, বাব ২৮ নং ৯৮২/১৩০

[৩৭]- 'আসকালানী, ইবনে হাজর প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ.২০৫,' উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতিহ, দারুল বুহুছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াদ্ দাওয়া ওয়াল ইফ্তা, বেনারশ, ভারত, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ হিজরী, খ. ৪র্থ, পৃ.১০

তিন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه "যে ব্যক্তি পরিপক্ক জ্ঞান ছাড়া ফাত্ওয়া দেয়, তার ভুল ফাত্ওয়ার পাপ তার উপরই বর্তাবে।"[৩৮]

এ হাদীস শরীফ মুজতাহিদ নয় এমন আলেমের জন্য প্রযোজ্য। কেননা, কোন মুজতাহিদ যদি কোন মাসআলায় সঠিক ইজতিহাদ করেন তাহলে তার জন্য দুটি সওয়াব। আর ভুল করলেও একটি সওয়াব পাবেন। তাই তাদের ইজতিহাদি ভুলে কোন গুনাহ নেই। আর সাধারণ 'আলেমগণ কেবল মুজতাহিদদের ফতোয়া নকল করে ফতোয়া প্রদান করবেন।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় 'উবাদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহ.)বলেন- فيه زجر عن الإفتاء بغير علم 'এ হাদীসে পরিপক্ক 'ইলম ছাড়া ফতাওয়া দেয়ার ব্যাপারে সর্তকবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।'[৩৯]

মুল্লা 'আলী কারী (রহ.) বলেন,

كل جاهل سأل عالما عن مسالة فافتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها و لم يعلم بطلانه فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده "কোন 'আলেমকে কোন মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্ন করার পর 'আলেম তাকে ভুল উত্তর দিলো আর প্রশ্নকারী অজ্ঞতাবশত তার ভুল ফতাওয়ার ওপর আমল করলো। তাহলে আমলকারীর পাপ মুফতির ঘাড়েই চাপবে যদি সে তার ইজতিহাদের ক্ষেত্রে (ফাত্ওয়া নকল করার ক্ষেত্রে) অবহেলা করে।"[৪০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- من أفتي بغير علم لعنته ملائكة السماء و الارض "যে ব্যক্তি উপযুক্ত জ্ঞান ছাড়া ফাত্ওয়া দেয়, আসমান-যমীনের ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করেন।"[৪১]

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তাকলীদ শরী'য়াতে অনুমোদিত না হলে অজ্ঞতাপ্রসূত ফাত্ওয়ার সকল দায়িত্ব মুফতি সাহেবের একার ঘাড়ে না চাপিয়ে

---

[৩৮] আবূ দাউদ, আস্-সুনান, কিতাববুল 'ইলম, বাব ৮ নং৩৬৫৭

[৩৯]- মুবারকপুরী, 'উবাইদুল্লাহ, মিরআতুল মাফাতীহ, দারু বুহুছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াদ দা'ওয়াহ ওয়াল ইফতা, আল-জামে'য়াতুস্ সালাফিয়্যাহ, বেনারশ, ভারত, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি. খ. ১, পৃ.৩৩৭।

[৪০]- মূল্লা 'আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, দারুল ফিকর বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরী, খ.১, পৃ.৩৩৮

[৪১]- 'আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী হিন্দা, কানযুল উম্মাল, মুয়াস্ সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ৫ম সংস্করণ, ১৪০১ হি. খ.১০, পৃ.১৯৩, সূয়ূতী, আল-জামে'উস সগীর, প্রকাশনা ও তারিখ বিহীন, খ.২য়, পৃ. ৩১৬

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

উভয়ের ঘাড়ে সমানভাবে চাপানোই বরং যুক্তিযুক্ত হতো। অজ্ঞতাপ্রসূত ফাত্ওয়া দানকারী মুফতি সাহেব এবং চোখ বুজে সে ফাত্ওয়া অনুসরণকারী উভয়েই যেখানে সমান অপরাধী, সেখানে একজন বেকসুর খালাস পাবে কী কারণে? অতএব, সাধারণ লোকের কর্তব্য শুধু যোগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা এবং সেভাবে আমল করা। যেখানে সাধারণ আলেমগণ ভুল করেন সেখানে সাধরণ লোকের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে তদনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয়। অতএব বিজ্ঞ মুজতাহিদের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য। এর নামই তাকলীদ।

চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاؤيل الجاهلين "সুযোগ্য উত্তরাসুরীরা পূর্বসূরীদের কাছ থেকে এ 'ইলম (কুরআন-সুন্নাহ ইলম) গ্রহণ করবে এবং অতিরঞ্জনকারীদের অতিরঞ্জন, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এ ইলমকে রক্ষা করবে।"[৪২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুল্লা 'আলী কারী (রহ.) বলেন- إنهم يحملون الشريعة ومتون الروايات من تحريف الذين يغلون في الدين "বিজ্ঞ 'আলেমগণ দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জনকারীদের অতিরঞ্জন থেকে হাদীস এবং শরী'আতকে রক্ষা করবেন।"[৪৩]

মুনাভী (রহ.) বলেন- هذا إخبار منه بصيانة العلم و حفظه و عدالة ناقلة وإنه تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه و ينفون عنه "দ্বীনি 'ইলমের সংরক্ষণ এবং এর ধারক-বাহকগণ সৎ ও নিষ্ঠাবান হবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র এ হাদীস শরীফ প্রমাণ বহন করে। মহান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগে কিছু বিজ্ঞ আলেমকে তাওফীক প্রদান করেন যাতে তারা দ্বীনি ইলম ধারণ করেন, আর ভুল ব্যাখ্যাকারীদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে একে রক্ষা করেন।"[৪৪]

উপরিউক্ত হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, উত্তরসূরীরা শরী'আতের জ্ঞান পূর্বসূরীদের থেকে গ্রহণ করবেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকে তাবি'য়ীগণ, তাবি'য়ীগণ থেকে তাবে' তাবি'য়ীগণ এবং তাবে' তাবি'য়ীগণ থেকে তাঁদের পরবর্তীরা গ্রহণ করবেন। বিধি-বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে এ অনুসরণের নাম তাকলীদ। এ হাদীস দ্বারা

[৪২]- তাহাভী, শরহু মা'আনিল আছার, মুয়াস্ সাসাতুর রিসালাহ ১ম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৫ হিজরী, খ, ১০, পৃ. ১৭

[৪৩]- মুল্লা 'আলী কারী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩২৩

[৪৪]- মুনাভী, ফয়ুল কদীর, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, , বৈরুত ১৪১৫ হিজরী, খ.৬, পৃ.৫১৪

তাকলীদের বৈধতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যুগে যুগে বাতিলপন্থীরা অসংখ্য জাল হাদীস বানিয়েছে। জাল হাদীস ও সঠিক হাদীস চেনা অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস ছাড়া সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা সাধারণ 'আলেমের পক্ষেও সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে হাদীস থেকে সরাসরি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী আমল করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ ছাড়া বাতিলপন্থীরা স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কুরআন-সুন্নাহর মনগড়া ব্যাখ্যা করে থাকে, যা বুঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এ কারণে বিজ্ঞ 'আলেমের অনুসরণ করা অপরিহার্য।

পাঁচ. মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- إن امتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم "আমার উম্মত অবশ্যই কোন গোমরাহির ওপর একমত হবে না। তোমরা যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখবে তখন গরিষ্ঠদের মতকে আঁকড়ে ধরবে।"[৪৫]

এ হাদীস শরীফে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে 'সাওয়াদে আ'যম এর মতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'সাওয়াদে আ'যম এর ব্যাখ্যায় মুল্লা 'আলী কারী (রহ.) বলেন- السواد الأعظم يعبر به الجماعة الكثيرة و المراد ما عليه أكثر المسلمين " 'সাওয়াদে আ'যম' বলতে বড় দলকে বুঝানো হয়েছে আর এখানে অধিকাংশ মুসলিম কর্তৃক গৃহীত মতকে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়াই হলো উদ্দেশ্য।"[৪৬]

ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন-

الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها هى جماعة أئمة العلماء و ذلك أن الله جعلهم حجة على خلقه

"নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দলকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে ইমামগণের দল। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তাঁর সৃষ্টি জগতের ওপর প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[৪৭]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم و لما اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الاربعة كان اتباعها اتباعا

[৪৫]- ইবন মাজাহ, আস-সুনান, কিতাবুল ফিতন, বাব ৮, নং ৩৯৫০; মুসনাদ আহমাদে শুধু 'আলাইকুম বিস সাওদিল আযম' উল্লেখ আছে। খ.৪, পৃ.৩৮৩ নং ১৯৬৩৫

[৪৬]- মুল্লা 'আলী কারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.২৬১

[৪৭]- ইবন বাত্তাল, শরহু সহীহিল বুখারী,মাকতাবুর রুশদ, ২য় সংস্করণ, রিয়াদ, ১৪২৩ হিজরী, খ.১০, পৃ.৩৪

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-তোমরা সাওয়াদে আ'যমকে অনুসরণ করো। চার মাযহাব (হানাফী, শাফে'য়ী, মালেকী ও হাম্বলী) ছাড়া অন্যান্য হক মাযহাবসমূহের অস্তিত্ব না থাকায় এ চার মাযহাবের অনুসরণেই সাওয়াদে আ'যমের অনুসরণ।"[৪৮]

ইসলামী শরী'আতে তাকলীদ তথা কোন মাযহাব বা ইমামের তাকলীদ করাকে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান ও 'আলেমগণ মেনে নিয়েছেন। তাঁরাই হলেন 'সাওয়াদে আ'যম।' তাই তাঁদের পথকেই অনুসরণ করতে হবে। যারা 'সাওয়াদে আ'যম'র মত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকলীদ প্রয়োজন নেই বলে থাকে আর সাওয়াদে আ'যমের অনুসরণে শিরকের গন্ধ পান, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار " তোমরা সাওয়াদে আ'যমকে (সংখ্যাগরিষ্ঠের) অনুসরণ করো। কেননা, যে ব্যক্তি এ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৪৯]

সুতরাং সাওয়াদে আ'যমের অনুসরণ হলো মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তির জন্য মাযহাবের মধ্যে কোন একটির অনুসরণ করা।

ছয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন-

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

"আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের অন্তর থেকে 'ইলমকে ছিনিয়ে নিবেন না; বরং 'আলেমগণকে মৃত্যুদানের মাধ্যমে 'ইলম ছিনিয়ে নিবেন। একজন 'আলেমও যখন থাকবে না মানুষ তখন মূর্খ ব্যক্তিদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে ফাত্ওয়া চাইবে আর তারা অজ্ঞতাপ্রসূত ফতাওয়া দিয়ে নিজেরাও বিপথগামী হবে এবং অন্যদেরও বিপথগামী করবে।"[৫০]

আলোচ্য হাদীস শরীফে ফাত্ওয়া প্রদানকে 'আলেমগণের অন্যতম ধর্মীয় দায়িত্ব বলা হয়েছে। সর্বসাধারণ যেহেতু ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়, সেহেতু তাদের কর্তব্য হচ্ছে শরী'আতের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞ 'আলেমের ফতাওয়া হুবহু অনুসরণ করা।

---

[৪৮]-দেহলভী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ 'ইকদুল জাইয়িদ, আল-মাকতাবায়াতুস সালাফিয়্যাহ, কায়রো, মিশর, ১৩৮৫ হিজরী. পৃ.১৩

[৪৯]- হাকিম, প্রাগুক্ত,খ.১ম, পৃ.১৯৯

[৫০]- বুখারী, আস সহীহ, 'ইলম, বাব ৩৪, নং ১০০; ই'তিসাম, বাব ৭, নং ৭৩০৭; মুসলিম, ইলম, বাব ৫, নং ৬৭৯৬/১৩; তিরমিযী, ইলম, বাব ৫, নং ২৬৫২

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ের ভবিষ্যত বাণী করেছেন যখন কোথাও কোন আলেম খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে সেই সংকটময় মুহূর্তে বিগত যুগের মুজতাহিদগণের তাকলীদ ছাড়া দীনের ওপর অবিচল থাকার উপায় কী?

সুতরাং ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন 'আলেম যতদিন দুনিয়ায় থাকবেন ততদিন তাদের কাছেই মাসআলা জেনে নিয়ে আমল করতে হবে; কিন্তু যখন তারা থাকবেন না তখন তাদের তাকলীদ করতে হবে তথা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাযহাব অনুসরণ করতে হবে।

সাত. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اني لا ادري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر و عمر

"জানি না যে, আর কতকাল তোমাদের মাঝে আমি বেঁচে থাকবো । তবে আমার পরে তোমরা হযরত আবূ বকর ও উমারের (র.) ইকতিদা করবে।"[৫১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে হযরত আবূ বকর এবং হযরত 'উমার (র.) এর ইকতিদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে اقتداء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা শুধু ধর্মীয় আনুগত্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুপ্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইবন মানযূর (রহ.) বলেন- القدوة بالضم و القدوة بالكسر ما تسننت به "যার পথ বা সুন্নাত তুমি অনুসরণ করবে তাকে কুদওয়া বা কিদওয়া বলা হয়।"[৫২] তিনি বলেন-আল কিদওয়াতু ও আল কুদয়াতু শব্দদ্বয় সমার্থক। দ্বীন ও শরী'আতের ক্ষেত্রে নবী ওলীগণের আনুগত্যের নির্দেশ দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ "এরাই হলেন হেদায়তপ্রাপ্ত। সুতরাং তোমরা এদেরই ইকতিদা করো।" (সূরা আন'আম, আয়াত ৯০)

এভাবে শব্দটি হাদীস শরীফেও ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন-

يقتدي أبوبكر رضي الله عنه بصلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم و الناس مقتدون بصلواة أبي بكر رضي الله عنه

---

[৫১]- তিরমিযী, মানাকিব, বাব ১৬ নং ৩৬৬৩; মুসনাদ আহমদ, ৫খ, পৃ. ৩৮৩, নং ২৩৬৬৫

[৫২]- ইবন মানযূর, লিসানুল আরব, দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, বৈরুত, খ.১৫, পৃ.১৭১

"হযরত আবূ বকর (র.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সালাতের ইকতিদা করছিলেন আর পিছনের সবাই হযরত আবূ বকর (র.)'র সালাতের ইকতিদা করছিলেন।"[৫৩] দীনি বিষয়ে কারো ইকতিদা করার নামই হলো তাকলীদ। এ হাদীস থেকে তাকলীদের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

আট. হযরত সাহল ইবন মু'য়ায তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

إن إمرأة أتته فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق زوجي غازيا وكنت اقتدى بصلاته إذا صلى و بفعله كله فأخبرني بعمل يبغلني عمله حتى يرجع

"জনৈক মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী জিহাদে গেছেন, তিনি থাকতে আমি তাঁর নামাযে ও অন্যান্য সবকিছুতে তার ইকতাদা করতাম। এখন আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন, যা তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর আমলের সমমর্যাদায় আমাকে পৌছে দিবে।"[৫৪]

এ হাদীসে মহিলা সাহাবী সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীয় স্বামীর নামাযসহ অন্যান্য সকল আমলের ইকতিদা করার ঘোষণা দিচ্ছেন অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাতে কোন রকম অসম্মতি প্রকাশ করেননি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা চুপ থেকে সমর্থন করেছেন, যাকে হাদীসের পরিভাষায় তাকরীরী হাদীস বলা হয়। এ থেকে বুঝা গেলো দীনি বিষয়ে কাউকে অনুসরণ করা বৈধ। শরী'য়াতের পরিভাষায় একে তাকলীদ বলা হয়।

সাহাবীগণের যুগে ব্যক্তি তাকলীদ

সাহাবায়ে কিরামও ব্যক্তি তাকলীদে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের যুগে মুতলাক তাকলীদের পাশাপাশি ব্যক্তি তাকলীদের ধারাও সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। অনেকে যেমন একাধিক সাহাবীর তাকলীদ করতেন তেমনি অনেকে নির্দিষ্ট কোন সাহাবীর তাকলীদের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। এ সম্পর্কে শুধু দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

এক. হযরত হুযায়ফা ইবন শুরাহবিল বলেন, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (র.)কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি উত্তর দিয়ে প্রশ্নকারীকে পরামর্শ দিলেন হযরত

[৫৩]- বুখারী, আস সহীহ, আযান, বাব ৬৮, নং ৭১৩; মুসলি, সালাত, বাব ২১, নং ৯৪১/৯৫; নাসাঈ, ইমামাত, বাব ৪০, নং ৮৩৫-৮৩৬; মুসনাদ আহমদ, ৬খ. পৃ. ২২৪ নং ২৬৪০১

[৫৪]- আহমদ, আল-মুসনাদ, আ'লামূল কুতুব, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.খ.৩য়, পৃ.৪৩৯

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (র.)'র মতামত জেনে নেয়ার। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (র.) সবকিছু জেনে হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদের প্রশংসা করে বলেন- لاتسألوني مادام هذا الحبر فيكم "এ মহা জ্ঞানসমুদ্র তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে তোমরা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।"[৫৫]

এ থেকে বুঝা গেল হযরত আবূ মূসা আশ'য়ারী (র.) সকলকে ইব্‌ন মস'উদ (র.)এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছেই মাসআলা জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দেয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তাকলীদের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা.)কে ইয়ামান পাঠানোর প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে তুমি উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবে। তিনি বলেন, আমি পবিত্র কুরআন মাজীদে এর সমাধান খুঁজবো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার প্রশ্ন করলেন, সেখানে না পেলে! হযরত মু'আয (রা.)বললেন- তাহলে সুন্নাতে রাসূলের আলোকে সমাধান করবো। নবী করিম 'আলাইহিস সালাম আবার প্রশ্ন করলেন, সেখানে না পেলে তখন? হযরত মু'আয (রা.)বললেন- قال اجتهد برائي ولا آلو "আমি ইজতিহাদ করবো এবং চেষ্টার ত্রুটি করবো না।" নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার প্রিয় সাহাবীর বুকে পবিত্র হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন, আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দূতকে রাসূলের সন্তুষ্টি অনুযায়ী কথা বলার তাওফিক দিয়েছেন।"[৫৬]

এ হাদীস শরীফ ইজতিহাদ ও তাকলীদের ক্ষেত্রে এমন এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা যার অনির্বাণ শিখায় আমরা সবাই সত্যের নির্ভুল সন্ধান পেতে পারি। তবে এর জন্য মনের পবিত্রতা আর চিন্তার বিশুদ্ধতা হলো পূর্বশর্ত। যাক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবাগণের মধ্য থেকে শুধু একজনকে শাসক ও বিচারক করে ইয়ামেনে পঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁকে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি ইজতিহাদ করার অধিকারও দিলেন আর ইয়ামেনবাসীদের নির্দেশ দিলেন তাঁর আনুগত্য করার। রাসূলুল্লাহ ইয়ামেনবাসীদেরকে হযরত মু'আয (র.)কে এককভাবে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। কোন ব্যক্তিকে দীনি বিষয়ে অনুসরণের নামই হল ব্যক্তি তাকলীদ। রাসূলুল্লাহ নিজেই ইয়ামেনবাসীকে ব্যক্তি তাকলীদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে কীভাবে ব্যক্তি তাকলীদ অবৈধ হতে পারে?

[৫৫]- আবূ দাউদ, নিকাহ, বাবু ফি রিদাআতিল কাবীর, হাদীস নং ২০৬১

[৫৬]- আবূ দাউদ, বাবু ইজতিহাদির রায় ফিল কাদা, নং ৩৫৯৪; তিরমিযী, আহকাম বাব ৩ নং ১৩২৭; নাসাঈ, কুদাত, বাব ১১, নং ৫৩৯৯; মুসনাদ আহমদ, ৫খ., পৃ. ২৩০ নং ২২৩৫৮

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

তিন. হযরত ইকরামাহ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে-

وإن أهل المدينة سالوا ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لانأخذ بقولك وندع قول زيد "মদীনাবাসী হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞেস করলো, তাওয়াফ অবস্থায় কোন মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে সে কী করবে? হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বললেন, বিদায়ী তাওয়াফ না করে ফিরে যাবে। তাঁকে মদীনাবাসী বললো, আমরা হযরত যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত (র.)'র অভিমত বাদ দিয়ে আপনার সিদ্ধান্ত মানতে পারি না।"[৫৭]

অন্য বর্ণনায় মদীনাবাসীর মন্তব্য ছিল এরূপ- لانبالِي أفتيتنا أو لم تفتنا زيد بن ثابت يقول: لاتنفر "আপনি আমাদের যে ফাত্‌ওয়াই দেন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। যায়িদ বিন ছাবিত (রা.) তো বলেছেন, (বিদায়ী তাওয়াফ না করে) ফিরে যাবে না।"[৫৮]

আরেক সূত্রে মদীনাবাসীর মন্তব্য ছিল এরূপ- لاتابعك يا ابن عباس رضى الله عنه وأنت تخالف زيدا فقال سلوا صاحبتكم ام سليم رضى الله تعالى عنه "হে 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)! হযরত যায়িদ ইবন ছাবিত (রা.)'র মতের বিপরীতে আপনার কথা আমরা মানতে পারি না। তখন ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বললেন, তাহলে তোমরা (মদীনায় গিয়ে) হযরত উম্মু সুলাইমা (রা.)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো (দেখবে আমার সিদ্ধান্তই সঠিক)।"[৫৯]

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এক. প্রশ্নকারী মদীনাবাসী হযরত যায়েদ ইবন ছাবিতের মুকাল্লিদ ছিলেন। তাই তাঁর সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য কারো মতামত তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না; এমনকি হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) স্বীয় ফাত্‌ওয়ার সমর্থনে হযরত উম্মে সুলাইম থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফও শুনিয়ে ছিলেন; কিন্তু হযরত যায়েদ ইবন ছাবিতের 'ইলম ও প্রজ্ঞার ওপর তাদের এতই গভীর আস্থা ছিল যে, তাঁর মতের পরিপন্থী বলে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)'র একটি হাদীসনির্ভর ফাত্‌ওয়াও তারা প্রত্যাখ্যান করলো। দুই. এ অনমনীয়

[৫৭]- বুখারী, হজ্জ, বাব ১৪৫, ইযা হাদাতিল মারআতু বা'দামা আফাদাত, নং ১৭৫৮

[৫৮]- 'আসকালানী, ইবন্ হাজর প্রাগুক্ত, খ. ৩য়, পৃ. ৫৮৮, 'আল্লামা 'আয়নী, উমদাতুল কারী,দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাছিল 'আরবি, বৈরুত, খ. ১০, পৃ.৯৭

[৫৯]- তাহাভী, শরহু মা'য়ানিল আছার, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৩১৯ হি. খ. ২য়, পৃ.২২৩, ইমাম আহমদ,প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.৪৩১

ব্যক্তি-তাকলীদের কারণে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) মদিনাবাসীকে মৃদু তিরস্কারও করেননি; বরং হযরত উম্মু সুলাইমের কাছে অনুসন্ধান করে বিষয়টি হযরত যায়েদ ইবন ছাবিত (রা.)'র কাছে পুনরুত্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র। মদিনাবাসী অবশ্য সে পরামর্শ অনুসরণ করেছিলেন এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে সংশ্লিষ্ট হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর হযরত যায়েদ ইবন ছাবিতেরও মতের পরিবর্তন ঘটেছিল আর সে সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)কে তিনি অবহিতও করেছিলেন।

মুকাল্লিদের জন্য মুজতাহিদের দলীল-প্রমাণ যাচাই বাছাই করা মোটেই তাকলীদ বিরোধী কাজ নয়। বিশেষ করে হযরত উম্মে সুলাইম এবং হযরত যায়েদ বিন ছাবিতের বেঁচে থাকার কারণে আলোচ্য হাদীস শরীফের ক্ষেত্রে তো অনুসন্ধান ও মত বিনিময়ের পূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান ছিল। সে সুযোগেরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন মদীনাবাসীরা যার ফলশ্রুতিতে হযরত যায়েদ ইবন ছাবিত (র.) তাঁর পূর্বমত প্রত্যাহার করে হযরত ইবন 'আব্বাস (র.)'র সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন।

অবশ্য আমাদের মতে এ দীর্ঘ আলোচনার পরিবর্তে মদীনাবাসীদের এ ছোট্ট মন্তব্যটুকুই ব্যক্তি তাকলীদ প্রমাণে যথেষ্ট- لاتابعك يا ابن عباس و أنت تخالف زيدا "হে ইব্‌ন আব্বাস! আমরা আপনার অনুসরণ করবো না। আপনি যায়েদ (রা.)এর সাথে মতভেদ করছেন।"[৬০]

অতএব, ব্যক্তি তাকলীদের কারণেই মদিনাবাসীরা হযরত যায়েদ ইবন ছাবিতের বিপরীতে অন্য কারো ফাত্‌ওয়া মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। এতে, বুঝা যায় সাহাবায়ে কিরামের যুগেও ব্যক্তি তাকলীদের চর্চা ছিল।

ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তি তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যদিও সাহাবায়ে কিরামের যুগে মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ উভয় প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ সর্বসম্মতভাবে মুক্ত তাকলীদের পরিবর্তে ব্যক্তি তাকলীদের অপরিহার্যতার পক্ষে রায় দিয়েছেন। যার কারণ ছিল যুগের পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং সমাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি।

তারা জানতেন, পরবর্তীকালে মানুষ প্রবৃত্তির ঘৃণ্য চাহিদা পূরণে শরী'আতকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করতে

[৬০]-প্রাগুক্ত।

দ্বিধাবোধ করবে না। এমতাবস্থায় সীমিত পর্যায়েও যদি মুক্ত তাকলীদের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে মানুষ সেই ছিদ্রপথে সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞতাবশত প্রবৃত্তির গোলামীতে লিপ্ত হবে।

বর্তমান সমাজে এমন কতিপয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা শুধু ব্যক্তি তাকলীদকেই অস্বীকার করেনা; বরং সাধারণভাবে কোন তাকলীদকেই স্বীকার করে না। তারা নিজেদেরকে 'লামাযহাবী' কখনো আহলে হাদীস আবার কখনো সালাফী নামে পরিচয় দেয়। কুরআন-সুন্নাহয় যারা অভিজ্ঞ নয় তাদের উচিত যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানে অভিজ্ঞ তাদের অনুসরণ করা। যেখানে আমরা পার্থিব বিষয়ে সকলেই বিশেষজ্ঞ নই সেখানে কুরআন-হাদীসের ক্ষেত্রে কীভাবে সকলেই বিশেষজ্ঞ হব? আমরা পার্থিব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখি। যেমন কোন অসুস্থ ব্যক্তি মেডিসিন বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে অবশ্যই মতবিরোধ করতে পারে না; বরং সে ডাক্তারের সকল পরামর্শ বিনা বাক্যে মানতে বাধ্য। এভাবে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে পারদর্শী, সে ক্ষেত্রে তার অভিমত মানতে কেউ প্রশ্ন তোলে না; বরং মেনেই নেয়। এ কারণে শরী'য়াতের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের (মুজতাহিদদের) অভিমত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মেনে চলা অপরিহার্য। ইসলামী শরী'আতে এ অনুসরণের নামই তাকলীদ। ইসলামী শরী'আতে অতি দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মুজতাহিদ বলা হয়।

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, বর্তমানে কিছু লোক কুরআন-হাদীসের ভাসা ভাসা অর্থ বুঝে কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে চেষ্টা করে। আবার কতিপয় এমনও রয়েছে যারা কুরআন মাজীদ ও কিছু হাদীসের কিতাব যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের বাংলা বা ইংরেজী বা উর্দু অনুবাদ পড়ে নিজেকে মুজতাহিদদের ন্যায় ইমাম মনে করে, অথচ হাজারো সহীহ হাদীসের কিতাব এখনো অনুবাদ হয়নি। তদুপরি আরবীর ন্যায় গভীর ভাষার ভাষাগত জটিলতা বুঝা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। বিষয়টি একটি উাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হল। আল্লাহ তা'আলা অযু করার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে আর পাগুলো গোছাসমেত ধৌত করবে।"(সূরা মায়িদা, আয়াত ৬)

এ আয়াতে কিছু আরবী ব্যাকরণগত নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এসবের মধ্যে একটি হল আরবী সংযোজন অব্যয় واوবিষয়ক নিয়ম। অনারবীয়রা কেবল واو এর অনুবাদ 'এবং' দিয়ে করবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আরবী واو ও বাংলার 'এবং' এর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ واو কে কেন্দ্র করে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম শাফি'য়ীর মধ্যে রয়েছে বিরাট বিতর্ক। ইমাম আবূ হানিফার মতে واو কেবল (মুতলাক জমা) সাধারণ সংযোজনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- جاءني زيد وعمرو এ বাক্যের নিম্নরূপ অর্থ হতে পারে।

১.যায়দ বকরের আগে এসেছে ২. বকর যায়দের পরে এসেছে ৩. দুজনই এক সাথে এসেছে।

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে واو উপরিউক্ত অর্থ প্রকাশ করে। অন্যান্য ইমামদের মতে واو 'ধারাবাহিক সংযোজন' অর্থ প্রকাশ করে। واو এর পূর্বেরটি আগে আসার অর্থ প্রকাশ করে। সে হিসেবে যায়দ বকরের আগে এসেছে বুঝাবে। এ পার্থক্যের কারণে উযু করার সময় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার বিষয়ে ইমামদের মাঝে মত বিরোধ পাওয়া যায়। ইমাম আবূ হানীফার মতে, কুরআনে বর্ণিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে ধৌত করলেও অযু হয়ে যাবে; কিন্তু ইমাম শাফে'য়ীর মতে অবশ্যই প্রথমে মুখ ধৌত করতে হবে, অতঃপর হাত, অতঃপর মাথা মাসেহ, সর্বশেষ পা ধৌত করতে হবে। এ ধারাবাহিকতা সংরক্ষরণ করা না হলে তাঁর মতে অযু হবে না। হাজারো মাসআলার মধ্যে এটি একটি উদাহরণ। এসব সূক্ষ্ম বিষয়ে সমাধান দেয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজ নয়। যারা নিজেদেরকে ইসলামের আইন-কানুন সম্পর্কে কুরআন হাদীস থেকে ইজতিহাদ করার উপযুক্ত মনে করে, তারা উযুর মধ্যে কোনটি ফরয, কোনটি সুন্নাত আর কোনটি মুস্তাহাব কীভাবে সাব্যস্ত করবে? মূলত এগুলো সাব্যস্ত করা অনভিজ্ঞদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিপক্ক জ্ঞান ছাড়া ডাক্তার কোন রোগীর অপারেশন করলে যেমন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি কোন সাধারণ লোক কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করে মাসআলা বের করলেও দুর্ঘটনা ও পথভ্রষ্টতার আশংকাই অধিক।

একদল সাহাবী কোন এক সফরে ছিলেন। তাদের মধ্যে আহত এক সাহাবীর গোসল ফরয হয়। তিনি সকাল বেলা ফজরের নামায পড়ার জন্য তার সাথীদের জিজ্ঞেস করেন- 'আমিতো আহত, আমি কি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারব? সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের জ্ঞানানুযায়ী বললেন, আপনি অবশ্যই পানি ব্যবহার করবেন, তায়াম্মুম আপনার জন্য বৈধ নয়। তাঁদের কথা অনুযায়ী তিনি পানি দিয়ে গোসল করলেন। অতঃপর ক্ষত স্থানে পানি পড়ার কারণে ইনফেকশনে তাঁর ওফাত

হয়ে যায়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে পৌছলে তিনি বলেন- 'তারাই তাকে হত্যা করেছে। কেননা, যারা জানে তাদের কাছ থেকে তারা জেনে নেয়নি? তাদের কাছ থেকে জেনে নিলে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। আর তার ক্ষত স্থানে তায়াম্মুম করলে সে পবিত্র হয়ে যেত।'[৬১]

এ হাদীস শরীফ থেকে দুটি বিষয় প্রতিভাত হয় । এক. কোন বিষয়ে ভালভাবে না জেনে ফত্ওয়া দেয়া উচিত নয়। দুই. রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, 'তারাই তার ওফাতের যিম্মাদার। সুতরাং যারা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নয়, তাদের উচিত নয় যে, ইসলামি বিধি-বিধান বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া। বরং যারা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ফত্ওয়া দেয়া এবং আমল করা অপরিহার্য।

চার মাযহাবের তাকলীদ

ব্যক্তিগত তাকলীদের (تقليد شخصي) ক্ষেত্রে যে কোন একজন মুজতাহিদের তাকলীদ (অনুসরণ)করা বৈধ। যেমন ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী, ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'য়ী, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল প্রমুখের তাকলীদ। এ সকল মুজতাহিদের মধ্যে থেকে শুধু চারজন ইমামের তাকলীদ বর্তমানে বৈধ। অন্য কোন ইমামের মাযহাবের তাকলীদ করা সম্ভব নয়। কেননা, চার ইমামের মাযহাব যেমন সুবিন্যস্ত, গ্রন্থবদ্ধ ও সংরক্ষিত আকারে অবিচ্ছিন্ন ধারায় আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে তেমনটি অন্য কোন ইমামের বেলায় ঘটেনি। তদ্রূপ সবযুগে সবদেশে চার মাযহাবের অসংখ্য বিশেষজ্ঞ 'আলিম বিদ্যমান আছেন। পক্ষান্তরে বর্তমানে অন্য কোন মাযহাবের একজন 'আলিমও নেই। ফলে সেসব মুজতাহিদ সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি অর্জন করা এখন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এ অনিবার্য কারণ না ঘটলে চার ইমামের মতো অন্য ইমামদেরও তাকলীদ করা যেতো। আর এ কারণে বর্তমানে চার ইমাম ব্যতীত অন্য কোন ইমাম বা মাযহাবের তাকলীদ করা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় 'উলামায়ে কিরামের অসংখ্য মতামত পাওয়া যায়, তা থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

এক. 'আব্দুর রউফ আল মুনাভী (রহ.) বলেন-

ويجب علينا أن نعتقد أن الائمة الاربعة و السفيان و الأوزاعي و داؤد الظاهري و إسحاق ابن راهوية وسائر الائمة على هدى... وعلى غير المجتهد أن يقلد مذهبا معينا.. لكن لايجوز تقليد الصحابة وكذا التابعين كما قاله إمام الحرمين من كل من لم يدون مذهبه فيمتنع تقليد غير

[৬১]- আবূ দাউদ, তাহারাত, বাব ১২৫, নং ২৩৬-২৩৭; ইবন মাজা, তাহারাত, বাব ৯৩, নং ৫৭২

الاربعة في القضاء و الإفتاء لأن المذاهب الاربعة انتشرت و تحررت حتى ظهر تقليد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض اتباعهم, وقد نقل الإمام الرازى رحمه الله تعالى إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة وأكابرهم

" আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, চার ইমাম, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম সুফিয়ান ইবন উয়াইনা, ইমাম দাউদ যাহেরী, ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ প্রমুখ সকল ইমামই হিদায়তের ওপর ছিলেন। যারা মুজতাহিদ নয় তাদের কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করা অপরিহার্য। তবে ইমামুল হারামাঈন আবুল মায়ালীর মতে সাহাবা, তাবে'য়ীসহ এমন কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করা বৈধ নয়, যাদের মাযহাব সুবিন্যস্ত আকারে আমাদের কাছে নেই। এ কারণে বিচার ও ফত্ওয়ার ক্ষেত্রে চার ইমাম ছাড়া অন্য কারো তাকলীদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বর্তমানে শুধু চার মাযহাবের মূলনীতি সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ আকারে ইসলামি জাহানের সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদের অস্তিত্ব পর্যন্ত আজ ইসলামি জাহানের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ প্রেক্ষাপটে গবেষক 'আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে ফখরুদ্দিন রাযি (রহ.) বলেছেন, সাধারণ লোককে অবশ্যই বিশিষ্ট সাহাবীগণের (সরাসরি) তাকলীদ থেকে বিরত থাকতে হবে।"[৬২]

দুই. আল্লামা জালালুদ্দিন মাহাল্লী (রহ.) বলেন- والأصح أنه يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين

" অধিকতর বিশুদ্ধমত হচ্ছে- সাধারণ মানুষ এবং সেসব 'আলিম যারা ইজতিহাদের মর্যাদায় পৌছেনি তাদের জন্য অপরিহার্য যে তারা কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করবে।"[৬৩]

তিন. আহমদ সাভী (রহ.) বলেন-

ولايجوز تقليد ماعدا المذاهب الاربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح و الآية فالخارج عن المذاهب الاربعة ضال مضل وربما اداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب و السنة من أصول الكفر

[৬২]- মুনাভী, ফয়জুল কদীর, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৫ হিজরী. খ.১, পৃ. ২৭২

[৬৩]- মাহাল্লী , জালাল উদ্দীন, শরহ্ জম'য়িল জাওয়ামি', তাবি, খ.২, পৃ.২৭১: ইমাম সুয়ূতী, আল হাভী লিল ফাতাওয়া, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ ১ম সংস্করণ, বৈরুত,১৪২১ হি. খ. ১, পৃ. ২৮৩

" চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের তাকলীদ বৈধ নয়; যদিও মাসআলাটি কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের মতের সাথে মিলে যায়। যে চার মাযহাব থেকে বের হবে সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্টকারী। কখনো কখনো এটি কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। কেননা, সবসময় কুরআন-সুন্নাহর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।"[৬৪]

চার. ইব্‌ন হুবায়রা আল হাম্বলী (রহ.) বলেন- الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الاربعة وان الحق لايخرج عنهم "চার মাযহাবের তাকলীদের ওপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। আর সঠিক মত তাদের মতের বাইরে যাবে না।"[৬৫]

পাঁচ. 'আল্লামা সুবকী (রহ.) বলেন- وما خالف المذاهب الاربعة فهو كالمخالف للإجماع

"যে চার মাযহাবের বিরোধিতা করল সে যেন ইজমার বিরোধিতা করল।"[৬৬] কারণ তাঁর মতে, চার মাযহাবের ওপর 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ছয়. কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন-

إن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للاربعة لانضباط مذاهبهم و انتشارها وكثرة اتباعهم

"চার মাযহাবের বিপরীতে অন্য কোন মাযহাবের ওপর আমল করা যাবে না এ কথার ওপর 'উলাময়ে কিরামের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, এ চার মাযহাব সুবিন্যস্ত , সর্বত্র বিদ্যমান আর তাদের মুকাল্লিদ অসংখ্য।"[৬৭]

সাত. ইবনু নুজাইম (রহ.) বলেন- وما خالف الائمة الاربعة مخالف الإجماع

"যা চার মাযহাবের বিপরীত হবে তা ইজমার বিপরীত হবে।"[৬৮] কেননা 'উলামায়ে কিরাম চার মাযহাবের ওপরই ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[৬৪]- ছাভী, তাফসীরে ছাভী, (হাশিয়া), মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যাহ, দেওবন্দ, ভারত, ১ম সংস্করণ, ২০০০ ইং, খ.৪, পৃ.১৫

[৬৫]- 'আলী মারদাভী, আবুল হাসান, আল-ইনসাফ দারু ইহইয়ায়িত তুরাসির 'আরবি, বৈরুত, খ.১১, পৃ.১৭৮, ইমাম ইবন মুফলিহ হাম্বলী, আল-মুবদি' শরহুল মুকনি', দারু আলামিন কুতুব, রিয়াদ, ১৪২৩ হি. খ.১০ , পৃ.১৬

[৬৬]- সুয়ূতী , আল-আশাবাহ ওয়ান নাযায়ির, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হিজরী, খ. ১, পৃ.১০৫।

[৬৭]- ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ির, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০০ হিজরী, পৃ.১৬

[৬৮]- প্রাগুক্ত।

আট. 'আব্দুল গণি আন নাবলুসী (রহ.) বলেন-

أما تقليد مذهب من مذاهبهم الآن غير المذاهب الاربعة فلايجوز لا لنقصان في مذاهبهم و رحجان المذاهب الاربعة عليهم لأن فيهم الخلفاء المفضلين على جميع الأمة بل لعدم تدوين مذاهبهم وعدم معرفتنا الآن بشروطها وقيودها وعدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر حتى لو وصل إلينا شئ من ذلك كذلك جاز تقليده لكنه لم يصل كذلك

"বর্তমানে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবের তাকলীদ বৈধ নয়। এটি তাঁদের মাযহাবের ত্রুটির কারণে বা চার মাযহাবকে তাঁদের ওপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য নয়। কেননা, উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খোলাফাগণও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এটি বরং এ জন্য যে, তাঁদের মাযহাব সুবিন্যস্ত হয়নি, তাঁদের মূলনীতি ও শর্তাবলীর ব্যাপারে আমাদের অবগতি নেই আর নির্ভরযোগ্য পন্থায় তাঁদের মাযহাব আমাদের নিকট এসে পৌছেনি। এমনকি যদি তাঁদের কোন মাযহাব নির্ভরযোগ্য পন্থায় আমাদের নিকট এসে পৌছাতো তাহলে চার মাযহাবের মত সেটির তাকলীদ করাও বৈধ হতো। কিন্তু এভাবে কোন মাযহাব আমাদের নিকট পৌছেনি।"[৬৯]

নয়. ইবন হাজর আল হায়তমী (রহ.) ইমাম ইবনুছ ছালাহ (রহ.)'র অভিমত সম্পর্কে বলেন- فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لايجوز يعني تقليد غير الائمة الاربعة "ইবনুছ ছালাহ (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবের তাকলীদ বৈধ নয়'- এ কথার ওপর 'উলামায়ে কিরামের ইজমা' হয়েছে।"[৭০]

দশ. আবূ বকর আদ দিমইয়াতী (রহ.) বলেন-

لزمه التمذهب أى: المشئ والجرى على مذهب معين من المذاهب الاربعة لاغيرها أى غير المذاهب الاربعة وهذا إن لم يدون مذهبه فإن دون جاز

"চার মাযহাবের মধ্যকার কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করা সাধারণ মানুষের জন্য অপরিহার্য। চার মাযহাব ছাড়া অন্য মাযহাবের তাকলীদ বৈধ নয় যদি সে মাযহাবটি সুবিন্যস্ত না হয়। যদি অন্য মাযহাব সুবিন্যস্ত হয় তাহলে সেটির তাকলীদ করা বৈধ।"[৭১]

[৬৯]- নাবুলুসী, আব্দুল গণি, খুলাসাতুত্ তাহকীক, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তেহরান, ইরান, পৃ.২

[৭০]- হায়তমী, ইবনু হাজর আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, দারুল ফিকর, বৈরুত, খ. ২, পৃ.২১২, ইমাম ইবনুছ ছালাহ, ফতাওয়ায়ে ইবনিছ ছালাহ, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, আলামূল কুতুব, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি. খ. ১ , পৃ.৮৮।

[৭১]- দিমইয়াতী, আবু বকর 'ইয়ানাতুত তালেবীন, দারুল ফিকর লিত তাবা'য়াহ্ ওয়ান নশর, বৈরুত , ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি. খ.৪, পৃ.২৪৯।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

এগার. শিহাবুদ্দিন আহমদ আযহারী আল মালিকী (রহ.) বলেন-

حكم التقليد لواحد من أصحاب المذاهب الاربعة الوجوب حيث لم يكن في هذا المقلد أهلية الاجتهاد وقيدنا بالمذاهب الاربعة لأن غيرهم لم يضبط مذهبه و إلا لجاز تقليده لأن الجميع على هدى

"চার মাযহাবের ইমামের কোন একজনের তাকলীদ করা ওয়াজিব । আমি চার মাযহাবকে নির্দিষ্ট করছি; কারণ অন্য ইমামদের মাযহাব সংরক্ষিত হয়নি আর যদি অন্য মাযহাব সংরক্ষিত হতো তাহলে সেটির তাকলীদও বৈধ হত। কেননা, তাঁরা সবাই সত্যের ওপর রয়েছেন।"[৭২]

বার. ইবনুল মুনির (রহ.) বলেন- " الدليل يقتضى التزام مذهب معين بعد الاربعة لاقبلهم চার মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে নয়; বরং পরে এগুলোর কোন একটির তাকলীদ করা দলীলসম্মত।"[৭৩] চার মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে কোন নির্দিষ্ট মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিধায় কোন এক মুজতাহিদের তাকলীদ করা হতো।

তের. হাসান 'আত্তার (রহ.) বলেন-

والأصح أنه يجب على العامي و غيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره أو مساويا له

"অধিকতর বিশুদ্ধমত হচ্ছে- সাধারণ মানুষ এবং সেসব আলেম যারা মুজতাহিদ নয় তাদের জন্য মুজতাহিদগণের কোন একটি মাযহাবের তাকলীদ করা অপরিহার্য। আর বিশ্বাস রাখবে যে, তাঁর অনুসৃত মাযহাব অন্য মাযহাব থেকে বিশুদ্ধ বা অন্যটির মত হক।"[৭৪]

চৌদ্দ. ইবন 'উলাইশ মালিকী (রহ.) বলেন-

والعالم الذى لم يصل رتبة الاجتهاد و العامي المحض فانه يلزمهما تقليد المجتهد لقوله تعالى : فاسئلو أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون و الأصح أنه يجب عليهما التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين

"ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই এমন 'আলেম এবং সাধারণ মানুষের জন্য কোন মুজাতহিদের তাকলীদ করা অপরিহার্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন- যদি তোমরা না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো। আর তাকলীদের ব্যাপারে অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে মুজতাহিদগণের কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করা উভয়ের জন্যেই অপরিহার্য।"[৭৫]

পনের. ইবনু হামদান (রহ.) বলেন- يلزم كل مقلد ان يلتزم بمذهب معين فى الأشهر "প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাকলীদ করা প্রত্যেক মুকাল্লিদের জন্য অপরিহার্য।"[৭৬]

ষোল. ইমাম নভভী ও ইবনুছ ছালাহ (রহ.) বলেন-

وليس له التمذهب بمذهب أحد من ائمة الصحابة رضي الله عنهم و غيرهم من الاولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله و فروعه فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر إنما قام بذلك من جاء بعدهم من الائمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك رحمه الله تعالى و أبى حنيفة رحمه الله تعالى

"সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীদের যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সরাসরি তাকলীদ করা বৈধ নয়। কারণ জ্ঞান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে পরবর্তী মুজতাহিদগণের তুলনায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহতীত হলেও ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন এবং মূলনীতি ও ধারা সুবিন্যস্ত করার বড় একটা অবকাশ তাঁরা পাননি। এ জন্যই তাঁদের কারো সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ মাযহাব নেই। এ দায়িত্ব পরবর্তী যুগের ইমামগণই পালন করেছেন। তাঁরা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'য়ীগণের মাযহাব সংগ্রহ করেছেন এবং মূলনীতি আর ধারা উপধারা নির্ধারণপূর্বক সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে ফত্ওয়া প্রদান করেছেন। এসব ইমামের অন্যতম হলেন ইমাম মালিক আলইহির রাহমাহ এবং ইমাম আবূ হানীফা 'আলাইহির রাহমাহ।"[৭৭]

সতের. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) চার মাযহাবের তাকলীদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন স্বীয় গ্রন্থ 'হুজ্জাতুলাহিল বালিগা' ও 'আল

[৭২]- আযহারী, শিহাবুদ্দিন আহমদ আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানি, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৫ হি. , খ. ১, পৃ.২৪

[৭৩]- বদরুদ্দিন মুহাম্মদ, আল-বাহরুল মুহিত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২১ হিজরী,খ. ৪, পৃ.৫৯৭

[৭৪]- হাসান 'আত্তার, হাশিয়াতু 'আত্তার আলা জাম'য়িল জাওয়ামি', দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, বৈরুত,১৪২০হি. খ.২, পৃ.৪২০

[৭৫]- ইবন 'উলাইশ, ফতহুল 'আলিয়্যিল মালিকি ফিল ফাতাওয়া, মুস্তাফা আল বাবী আল হালাভী, ১৯৫৮খৃ. খ.১, পৃ.৫৮

[৭৬]- ইবন মুফলিহ, আল ফুরু' ওয়া তাছহিহুল ফুরু', মুয়াসসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪২৪হি. খ.১১, পৃ.৩০৬

৭৭-নভভী, *আল মাজমু*,দারু আ'লামিল কুতুব, বৈরুত, ১৪২২হি.

ইনসাফ' গ্রন্থে। তিনি এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থ 'ইক্বদুল জীদ রচনা করেছেন। তার কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন-

اعلم أن فى الأخذ بهذه المذاهب الاربعة مصحلة عظيمة و فى الإعراض عنها كلها مفسدة كبيرة و نحن نبين ذلك بوجوه احدها أن الامة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة و تبع التابعين اعتمدوا على التابعين و هكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم و العقل يدل على أحسن ذلك لان الشريعة لاتعرف إلا بالنقل و الاستنباط و النقل لايستقيم إلا بأن تأخذ كل طبقة عمن قبلها بالاتصال ولابد في الاستنباط أن تعرف مذاهب المتقدمين لئلا يخرج عن أقوالهم فيحزق الإجماع ... وليس مذهب في هذه الازمنة المتاخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب الاربعة ثانيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم ولما اندرست المذاهب الحقة الاهذه الاربعة كان اتباعها اتباعا

"জেনে রেখো, চার মাযহাবের মধ্যে তাকলীদকে সীমিত করার মাঝে যেমন বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে তেমনি তা বর্জনের মধ্যে রয়েছে বড়ই ক্ষতি। আমরা সেটি বিভিন্নদিক থেকে আলোচনা করব। এক. মুসলিম উম্মাহ এ কথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, শরী'আতের বিধি-বিধান জানার ক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তীদের ওপর নির্ভরশীল। সে ক্ষেত্রে তবে'তাবি'ঈগণ তবি'ঈগণের ওপর নির্ভর করেন। এভাবে প্রতি যুগেই 'উলামায়ে কিরাম তাঁদের পূর্ববর্তীদের ওপর নির্ভর করে থাকেন আর বিবেকও এটি ভাল কাজ বলে সমর্থন করে। কেননা, শরী'আত তো দলিলে নকলী (কুরআন-হাদীস) আর ইজতিহাদ ছাড়া কল্পনাই করাই যায় না। এ দলীলে নকলী তো (কুরআন-হাদীস) ধারাবাহিকভাবে পূর্ববর্তীদের থেকে নেয়া ছাড়া পাওয়া যায় না। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ইমামগণের মাযহাব জানা প্রয়োজন, যাতে ইজমা' হওয়া মাসআলার বিরোধিতা না হয়। শেষ জমানায় এ চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাব এসব গুণের ওপর বিদ্যমান নেই। দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন-তোমরা সংখ্যা গরিষ্ঠের দলকে অনুসরণ করো। যেহেতু অন্যান্য হক মাযহাবসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেজন্য এ চার মাযহাবের অনুসরণই হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুসরণ।'[৭৮] এছাড়া যে কোন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফত্ওয়া প্রদানের সুযোগ দেয়া হলে সুযোগ সন্ধানী 'আলেমরা নিজেদের ফত্ওয়াকেও কোন না কোন মুজতাহিদের নামে চালিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে চার মাযহাবের বেলায় সে আশংকা নেই। কেননা, এখানে অসংখ্য

৭৮-শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, 'ইকদুল জীদ, আল মাকতাবতুস সালাফিয়াহ, কায়রো, মিসর, ১৩৮৫হি.

বিশেষজ্ঞ আলেম গবেষণার ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছেন। সুতরাং তাদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ভুল অর্থ করা সম্ভব নয়।'[৭৯]

উপসংহার: কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাকলীদ করা সকলের জন্য বৈধ। আর যাদের কাছে কুরআন হাদীসের পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই তাদের জন্য চার মাযহাবের যে কোন একটির তাকলীদ করা ওয়াজিব। হানাফী, মালিকী, শাফি'য়ী ও হাম্বলী এ চার মাযহাবের ইমামগণ তাদের অসংখ্য ছাত্রসহ ব্যাপক পর্যালোচনা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে 'ইলম ফিকহ ও উসূলে ফিকহের নিয়ম কানুন সুবিন্যস্ত করেছেন। এ ছাড়া অন্য কোন মুজতাহিদের ফিকহী নিয়ম কানুন সুবিন্যস্ত হয়নি অথবা আমাদের কাছে পৌছেনি। এজন্য জমহুর 'উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, উক্ত চার মাযহাব ব্যতীত পঞ্চম যে কোন মাযহাব বাতিল। এ পঞ্চম মাযহাবের অনুসরণ করা যাবে না।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী

১- আশ শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল*, দারুল কিতাবিল 'আরাবী, বৈরুত, ১৯৯৯ইং

২- আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়াহ আল কুয়াইতিয়াহ, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়াহ, দারুল সালাসিল, কুয়েত, ২য় সংস্করণ, ১৪২৭হি

৩- 'আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিকহ*, আশরাফী বুক ডিপু, দেওবন্দ, ভারত, তাবি, - 'আব্দুল গণী আন নাবলুসী, *খুলাসাতুত তাহকীক*, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, তেহরান, তাবি, ৪

৫- আস সারখসী, উসূলুস সারখসী,দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৯৩ইং

৬- আলুসী, *রূহুল মা'য়ানী*, দারু ইহয়াইত তুরাসিল 'আরবী, বৈরুত,

৭-'আল্লামা ইসমাঈল হক্কী, *রূহুল বয়ান*, দারুল ফিকর, বৈরুত

৮- আল জাস্সাস, *আহকামুল কুরআন*, দারু ইহয়াইত তুরাসিল 'আরবী, বৈরুত, ১৪০৫হি.

৯-'আল্লামা আবু তৈয়্যব মুহাম্মদ সিদ্দিক হাসান খান, *ফতহুল বয়ান ফি মাকাসিদিল কুরআন*, আল-মাকতুবাবাতুল আসরিয়্যাহ লিত্-তাবায়াহ্ ওয়ান নাশর, সয়দা, বৈরুত, ১৪১২ হিজরী

১০- 'আসকালানী, ইবনে হাজর *ফতহুল বারী*, দারুল মা'রিফাহ্, বৈরুত,

১১- 'আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী হিন্দা, *কানযুল উম্মাল*, মুয়াস্ সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ৫ম সংস্করণ, ১৪০১ হি

১২- 'আলী মারদাভী, আবুল হাসান, *আল-ইনসাফ*, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসির 'আরবি, বৈরুত

১৩- 'আলাউদ্দিন আল খাযিন, *লুবাবুত্ তাবীল* (তাফসীরে খাযেন), দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫

১৪-আযহারী,. শিহাবুদ্দিন আহমদ *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানি*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৫ হি.

১৫- আহমদ, *আল-মুসনাদ*, আ'লামুল কুতুব, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.

১৬- ইবন্ মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, ১ম সং, দারু সাদির, বৈরুত

১৭- ইবন কুদামা, *রাওযাতুন নাযির ওয়া জান্নাতুল মুনাযির*, জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ সা'উদ, রিয়াদ ১৩৯৯হি.

১৮- ইবনুন নাজ্জার, তাকী উদ্দিন, শারহুল কাওকাবিল মুনীর, মাকতাবাতুল 'আবিকান, ১ম সং, ১৪১৮হি. - ইব্ন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আ'যীম*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪হি ১৯

২০- ইব্ন মাজাহ,মুহাম্মদ, *আস-সুনান*, দারুল ফিকর, বৈরুত

২১- ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব*, দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, বৈরুত,

২২- ইবন বাত্তাল, *শরহু সহীহিল বুখারী*,মাকতাবুর রুশদ্, ২য় সংস্করণ, রিয়াদ, ১৪২৩ হিজরী,

২৩-ইবন মুফলিহ হাম্বলী, *আল-মুবদি' শরহুল মুকনি'*, দারু আলামিন কুতুব, রিয়াদ, ১৪২৩ হি.

২৪- ইবনু নুজাইম, *আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ির*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০০ হিজরী,

২৫- ইবনুছ ছালাহ, ফতাওয়ায়ে ইবনিছ ছালাহ, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, আলামূল কুতুব, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি. - ইবন 'উলাইশ, ফতহুল *'আলিয়্যিল মালিকি ফিল ফাতাওয়া*, মুস্তাফা আল বাবী আল হালাভী, ১৯৫৮খৃ. ২৬

২৭ -ইবন মুফলিহ, *আল ফুরু' ওয়া তাছহিহুল ফুরু'*, মুয়াসসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪২৪হি.

২৮- কুরতুবী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ, *আল জামি' লি আহকামিল কুরআন*, দারু 'আলামিল কুতুব, রিয়াদ ১৪৩২হি,

২৯- কুরতুবী, *আল-জামি লিআহকামিল কুরআন*, (তাফসীরে কুরতুবী), দারুল কুতুবিল মিছারিয়্যাহ, কায়রো, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হিজরী ,

৩০- খতীব বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্‌কিহ*, দারু ইবনিল জাওযী, সৌদি আরব, ১৪১৭ হিজরী,

৩১- ছাভী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ, *তাফসীরে ছাভী, (হাশিয়া)*, মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যাহ, দেওবন্দ, ভারত, ১ম সংস্করণ, ২০০০ ইং,

৩২- তাহাভী, আবূ জাফর, *শরহু মা'আনিল আছার*, মুয়াস্ সাসাতুর রিসালাহ ১ম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৫ হিজরী,

৩৩- দিমইয়াতী, আবু বকর *'ইয়ানাতুত তালেবীন*, দারুল ফিকর লিত তাবা'য়াহ্ ওয়ান নশর, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি. -দেহলভী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ *'ইকদুল জাইয়িদ*, আল-মাকতাবায়াতুস সালাফিয়্যাহ, কায়রো, মিশর, ১৩৮৫ হিজরী ৩৪

৩৫- নাসফী, আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, *কাশফুল আসরার*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া বৈরুত, তাবি

৩৬- নভভী, ইয়াহইয়া ইবন শারফ, *আল-মিনহাজ শরহু সহীহ মুসলিম*, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরবি, বৈরুত, ১৩৯২ হিজরী,

৩৭- নভভী, *আল মাজমু',দারু আ'লামিল কুতুব*, বৈরুত, ১৪২২হি.

৩৮- নাবুলুসী, আব্দুল গণি, *খুলাসাতুত্ তাহকীক*, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তেহরান, ইরান

৩৯- বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ, *আস সহীহ*, দারুল ফিকর, বৈরুত -বদরুদ্দিন মুহাম্মদ, *আল-বাহরুল মুহিত*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২১ হিজরী, ৪০

৪১- বাগভী,হোসাইন ইবন মাসউদ, *মা'আলিমুত তানযীল* দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল 'আরবি, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরী, - মুসলিম,ইমাম, *আস-সহীহ*, দারুল ফিকর, বৈরুত ৪২

৪৩- মুবারকপুরী, 'উবাইদুল্লাহ, *মিরআতুল মাফাতীহ*, দারু বুহুছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াদ দা'ওয়াহ ওয়াল ইফতা, আল-জামে'য়াতুস্ সালাফিয়্যাহ, বেনারশ, ভারত, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি.

৪৪-মুল্লা 'আলী কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, দারুল ফিকর বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরী,

৪৫- মুনাভী, মুহাম্মদ আব্দুর রাউফ, *ফয়যুল কদীর*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, , বৈরুত ১৪১৫ হিজরী,

৪৬- মুনাভী, *আত তা'য়ারীফ*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১০হি.

৪৭- মাহাল্লী, জালালুদ্দীন, *শরহু জাম'উল জাওয়ামি'*, মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪২৬হি.,

৪৮- যারকাশী, বাদরুদ্দীন, *আল-বাহরুল মুহীত ফি উসূলিল ফিকহ*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, বৈরুত২০০০ইং,

৪৯- রাযী, ফখরুদ্দীন, *মাফাতীহুল গায়ব*,দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হি. ১ম সংস্করণ,

৫০- সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন, *আল-ইকলীল ফি ইসতিম্বাতিত তানযীল*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০১হি.

৫১- সুয়ূতী, *আল-জামে'উস সগীর*, প্রকাশনা ও তারিখ বিহীন, -

৫২- সুয়ূতী, *আল হাভী লিল ফাতাওয়া*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ ১ম সংস্করণ, বৈরুত,১৪২১ হি.

৫৩- সুয়ূতী , *আল-আশাবাহ ওয়ান নাযায়ির*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হিজরী

৫৪- শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, 'ইকদুল জীদ, আল মাকতাবতুস সালাফিয়াহ, কায়রো, মিসর, ১৩৮৫হি.

৫৫- ড. হামিদ সাদিক, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলুমিল ইসলামিয়াহ, করাচী, পাকিস্তান

৫৬- হায়তমী, ইবনু হাজর আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, দারুল ফিকর, বৈরুত

৫৭- হাসান 'আত্তার, হাশিয়াতু 'আত্তার আলা জাম'য়িল জাওয়ামি', দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, বৈরুত,১৪২০হি.

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আলোকধারা বুকস্